[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আত্মসমর্পণ করে ৫ দিনে সাড়ে ১৭ হাজার আসামির জামিন

গত ১২ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত অধস্তন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯০ জন আসামি। পাঁচহাজর ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণের পর এদের জামিন হলেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে এক হাজার ১৭৪ জন আসামিকে।

রবিবার সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গত ১২ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত (রোববার-বৃহস্পতিবার) সারা দেশের অধস্তন আদালতে পাঁচহাজার ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি হয়। মোট ১৭ হাজার ৫৯০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এক হাজার ১৭৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, গত ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনে সারা দেশে সিএমএম ও সিজেএম কোর্ট থেকে ২৩ হাজার ৩৯৬ জন আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন।

এসময়ে ছয় হাজার ৫৮৮টি আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

ঈদুল আজহায় ট্রেন বাড়বে না:

রেলমন্ত্রী

জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে।
ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে। জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। ফাইল ছবি
রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, করোনার এ সময়ে স্বাস্থ্যবিধি ও রেলওয়ের নির্দেশনা মেনে ১৭ জোড়া যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করছে। পবিত্র ঈদুল আজহার সময়ে এ ১৭ জোড়া ট্রেনই চলাচল করবে। কোনো অবস্থাতেই ট্রেনের সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না।

শনিবার বিকালে ট্রেনযোগে বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, টঙ্গী ও নরসিংদী রেলস্টেশন পরিদর্শন করার সময় তিনি এসব কথা বলেন।

রেলমন্ত্রী বলেন, ঈদুল আজহায় ট্রেন বাড়ছে না। যেভাবে এখন চলছে, সেভাবে চলবে। টিকিট ছাড়া যাত্রীরা যাতে স্টেশনে প্রবেশ করতে না পারে, সে জন্য দেশের বড় স্টেশনগুলোতে নিয়ন্ত্রণের জন্য বেড়া দেওয়ার প্রকল্পের কাজ চলছে। যেসব ট্রেন চলছে-সেগুলোতে অর্ধেক যাত্রী নিয়ে ট্রেন চালানো হচ্ছে। ৫০ শতাংশ টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে। ঈদের সময় যাতে এসব ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী না উঠতে পারে সেই জন্য সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এ সময় মন্ত্রী বিমানবন্দর রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সংস্কারকাজ ও স্টেশনের সীমানা ঘেরার নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেন। এখানে প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা ট্রেনের উচ্চতার সঙ্গে সমন্বয় করা হচ্ছে।

পরে মন্ত্রী গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন। ওখানে তিনি বলেন, জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী ও জামালপুর পর্যন্ত ডাবল লাইন হবে। এ ছাড়া ঢাকা থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চতুর্থ লাইন এবং টঙ্গী থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডাবল লাইনের কাজ চলছে। ডাবল লাইনের কাজ শেষ হলে ঢাকার মধ্যে অধিকসংখ্যক ট্রেন চালানো যাবে।

মন্ত্রী সেখান থেকে টঙ্গী রেলস্টেশন ও নরসিংদী রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন পরিদর্শনকালে রেলপথসচিব মো. সেলিম রেজা, বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. শামসুজ্জামানসহ রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। সূত্র-যুগান্তর

[redacted]

[redacted]

ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট,

জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, খুলনা মেডিক্যাল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম) এবং দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়া নিয়েও যেভাবে নাটক সাজিয়েছেন সাহেদ

রিজেন্ট হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহ করে তা দিয়ে নিজের নামে করোনা পজিটিভ সনদ তৈরি করেছিলেন। এ কাজে তাকে তার এক সহকারী সহযোগিতা করেন।

সাহেদ নিজেই ওই সহকারীকে এভাবে তার নামে করোনা সনদ তৈরির নির্দেশ দেন। শুক্রবার ডিবি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব স্বীকার করেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ছিল তার ১০ দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন। এর আগে বৃহস্পতিবার রিমান্ড শুনানির সময় সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী বলে দাবি করেন।

ডিবি কর্মকর্তারা জানান, অসুস্থতার ভান করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গেও প্রতারণা শুরু করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের

দূরে রাখতেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন। এমনকি নাকের ভেতর টিস্যু পেপার ঢুকিয়ে বারবার হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন গণমাধ্যমকে বলেন, সাহেদ খুব চালাক প্রকৃতির লোক। সে অসুস্থতার ভান করছে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। তারপরও তার ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি। তাকেসহ অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে কৌশলে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তবে সে বেশিরভাগ প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

‘করোনায় জালিয়াতি ও বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে ইস্যু তৈরি করছে সরকার’

‘করোনায় ব্যর্থতা, নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার।’

আজ শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।

রিজভী বলেন, ‘করোনা মহামারির ব্যর্থতা, করোনার নমুনা পরীক্ষায় জালিয়াতি ও ভয়াবহ বন্যার দুর্যোগ ঢাকতে নানা ইস্যু তৈরি করে জনদৃষ্টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে সরকার। ২৩ দিন ধরে অতিবাহিত হওয়া বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি নেই। বরং দিনকে দিন বন্যা প্রলয়ঙ্করী রূপ ধারণ করছে। বন্যা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এই বন্যা নাকি আরো তিন সপ্তাহ স্থায়ী হবে, যদি তাই হয় তাহলে বাংলাদেশের ব্যাপক এলাকা পানিতে ডুবে অতীতের রেকর্ড ভঙ্গ করবে।’

দেশের বিভিন্ন এলাকার বন্যা পরিস্থিতি তুলে ধরে রিজভী বলেন, ‘কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইলসহ ব্যাপক এলাকায় নদী ভাঙন বিপজ্জনক রূপ ধারণ করেছে। নদী ভাঙনের ফলে বন্যা দুর্গত এলাকায় পাট, ধান, সবজিসহ ফসলি জমি, ঘর-বাড়ি, গবাদি পশু নদীর পেটে চলে গেছে। নাজেহাল অবস্থায় পড়েছে বাঁধ ভাঙা এলাকার লোকজন।

বন্যার পানিতে চাষবাস ও বসবাসের যোগ্য নদীর চরগুলো তলিয়ে গিয়ে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় লাখ লাখ মানুষ হাহাকার করছে। বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার চারটি চর যমুনার বুকে তলিয়ে গেছে। এভাবে ব্রহ্মপুত্র, যমুনার করালগ্রাসে কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার বেশ কিছু গ্রাম বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বিতীয় দফা বন্যা চলছে। আরো এক দফা বন্যার পূর্বাভাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে হাওরবাসী।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অস্বাভাবিকভাবে তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে প্রায় ২০-২৫টি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পানিতে ডুবে গেছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, তিস্তা, আত্রাই, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারাসহ দেশের অধিকাংশ নদীর উপচেপড়া বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে। পানিবন্দি হয়ে পড়েছে লাখ লাখ মানুষ। পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে ফসলি জমি, মৎস্য খামার ভেসে যাচ্ছে।

ভেঙে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে নদী ভাঙন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র লিপ সার্ভিস ছাড়া সরকার এখন পর্যন্ত কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেনি। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।’

রিজভী আরো বলেন, ‘ফসল আবাদ করে যে মানুষগুলো স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত তারা এখন বন্যা-আশ্রয় কেন্দ্রে দু’মুঠো খাবারের জন্য হাহাকার করছে। নদী ভাঙন রোধে সরকারের দ্রুত কোনো তৎপরতা নেই। ভাঙনের শিকার অসহায় মানুষগুলোকে সহায়তা করতে সরকারি যন্ত্রের শৈথিল্য পরিস্থিতিকে চরম অবনতির দিকে ঠেলে দিয়েছে। বন্যাকবলিত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি গবাদি পশু ও শিশু খাদ্যের সংকটও চরম মাত্রায় বিরাজমান।’

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, ‘বন্যা উপদ্রুত মানুষগুলোর

জন্য ত্রাণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে রয়েছে। করোনার মহামারি মোকাবিলায় অনাচার, অব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ন্যায় বন্যা মোকাবিলায় সরকার উদাসীন ও নির্লিপ্ত। করোনার আঘাতে অসুস্থ মানুষের প্রতি সরকার যেমন কোন দায় বোধ করেনি, ঠিক তেমনি বন্যাকবলিত লাখ লাখ অসহায় মানুষের প্রতিও সরকার ভ্রুক্ষেপহীন।

কোরবানি ঈদের প্রাক্কালে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগেও মানুষের পাশে নেই সরকার। এমনিতে করোনার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত মানুষ তার ওপর বন্যার মহাদুর্যোগে মানুষ বিপর্যস্ত। কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় মানুষের ঈদের আনন্দ মাটি হতে বসেছে।’

এ সময় বিএনপি ও এর অঙ্গ এবং সহযোগী সংগঠনসহ সমাজের বিত্তবানদের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা।

সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে দুই লাখ ছাড়াল করোনা রোগীর সংখ্যা

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও দুই হাজার ৭০৯ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দুই লাখ ছাড়াল। এখন মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল দুই লাখ দুই হাজার ৬৬ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৩৪ জন। এনিয়ে দেশে মোট মারা গেলেন দুই হাজার ৫৮১ জন।

আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়। অনলাইনে বুলেটিন উপস্থাপন করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা.

নাসিমা সুলতানা।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৯২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। এ পর্যন্ত মোট ১০ লাখ ১৭ হাজার ৬৭৪টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একই সময়ে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৩৭৩ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন এক লাখ ১০ হাজার ৯৮ জন।

গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত করোনাভাইরাস শনাক্তে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল ১৩,৪৬০টি। এরমধ্যে নতুন শনাক্ত হয়েছিলেন ৩,০৩৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ১,৯৯,৩৫৭ জন। আর গতকাল আরও ৫১ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২,৫৪৭ জন। এছাড়া গতকাল সুস্থ হয়েছিলেন ১,৭৬২ জন। এনিয়ে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৮,৭২৫ জন।

আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে সকলের প্রতি আহবান জানানো হয়।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। আর ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সূত্র- কালের কণ্ঠ

প্রশিক্ষণ নিতে বিদেশ যাবেন ১০৫ কর্মকর্তা

বৈদেশিক প্রশিক্ষণে ব্যয় হবে ৭৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা * একনেকের জন্য প্রস্তুত ৬৩৪ কোটি টাকার সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্প * অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে -পরিকল্পনামন্ত্রী

এবার সড়কের সাইন-সিম্বল-রোড মার্কিং দেখতে বিদেশ যাবেন ১০৫ কর্মকর্তা। এজন্য ব্যয় প্রস্তাব করা হয়েছে ৭৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

‘জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পে

এ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া অতিরিক্ত পরামর্শক ব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে পরিকল্পনা কমিশন। বলা হয়েছে, পরামর্শক সেবা খাতের ব্যয় পর্যালোচনা করে যৌক্তিকভাবে হ্রাস করতে হবে।

ইতোমধ্যেই প্রকল্পটির প্রক্রিয়াকরণ শেষ। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) যে কোনো বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশ সফর প্রসঙ্গে পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান যুগান্তরকে বলেন, অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফরকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ এর কারণে প্রধানমন্ত্রীসহ আমরা সবাই চাচ্ছি ব্যয় সাশ্রয় করতে।

গত একনেক বৈঠকেও প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকল্পটি আমার কাছে এলে বিষয়টি খতিয়ে দেখব।

সূত্র জানায়, ‘জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নিরাপত্তা উন্নয়ন’ নামের এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৩৩ কোটি ৮২ লাখ টাকা। একনেকে অনুমোদন পেলে সরকারি তহবিলের অর্থে চলতি বছর থেকে ২০২২ সালের জুনের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে সড়ক ও জনপথ অধিদফতর (সওজ)।

জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে যথাযথমানে সাইন-সিম্বল ও রো মার্কিং স্থাপনসহ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরগুলো উন্নয়ন করাই এটির প্রধান উদ্দেশ্য। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর গত বছরের ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা।

ওই সভায় দেয়া বিভিন্ন সুপারিশ প্রতিপালন করায় এটি একনেকে উপস্থাপনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে তিন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৩ হাজার ২৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। এতে খরচ হবে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

এর মধ্যে ১০৫ কর্মকর্তার বৈদেশিক প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৭৯ লাখ ৮০ হাজার টাকা। যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের শূন্য দশমিক ১৩ শতাংশ।

এছাড়া স্থানীয় প্রক্ষিণের জন্য এক হাজার ১৫২ জনের পেছনে ব্যয় ধরা

হয়েছে এক কোটি ৪৯ লাখ ৭৬ হাজার টাকা এবং সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দুই হাজার জনের পেছনে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি টাকা।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সড়ক ও জনপথ অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্ল্যানিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স ইউনিট, ঢাকা) একেএম মনির হোসেন পাঠান বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে বলেন, দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা এখনো উন্নত বিশ্ব থেকে পিছিয়ে । দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়াই প্রকল্পের টাকা খরচ হলেও সেভাবে কাজে লাগবে না। তাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তিনি বলেন,এ প্রকল্পে এমন কিছু নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে সেগুলো দেশের প্রচলিত বা পরিচিত ব্যবস্থা নয়। সড়ক নিরাপত্তার জন্য নতুনভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। তাছাড়া আমরাদের চিন্তা ভবনা উন্নত করতেও বিদেশ সফর ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

সড়ক ও জনপথ অধিদফতর থেকে প্রকল্পের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, এ অধিদফতরের অভিষ্ট লক্ষ্য হল মহাসড়ক নির্মাণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, মেরামত ও সংস্কার এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ জাতীয় মহাসড়ক গড়ে তোলা। বর্তমানে সওজের অধিদফতরের আওতাধীন মহাসড়কের মোট দৈর্ঘ্য ২২ হাজার ৩৭৫ কিলোমিটার।

এর মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক তিন হাজার ৮১৩ কিলোমিটার, আঞ্চলিক মহাসড়ক চার হাজার ৭০৩ কিলোমিটার এবং জেলা মহাসড়কের দৈর্ঘ্য ১৩ হাজার ৮৩৫ কিলোমিটার। এর আগে জাতীয় মহাসড়ক দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানগুলোতে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১২১টি স্পটে নিরাপত্তাসংক্রান্ত কার্যক্রম (সড়ক প্রশস্তকরণ, ডিভাইডার নির্মাণ, ট্রাফিক সাইন-সিম্বল) বাস্তবায়ন করা হয়।

কিন্তু জাতীয় আঞ্চলিক মহাসড়কের পাঁচ হাজার ৫০০ কিলোমিটার অংশে নিরাপত্তা এখনো যথাযথমানে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি।

এর মধ্যে ঢাকায় ৭৩৩ কিলোমিটার, চট্টগ্রামে ৭২১ কিলোমিটার, খুলনায় ৯০০ কিলোমিটার, গোপালগঞ্জে ২৭৬ কিলোমিটার, রাজশাহীতে ৭৫০ কিলোমিটার, ময়মনসিংহে ৪৪১ কিলোমিটার, সিলেটে ৪৯১ কিলোমিটার, রংপুরে ৫৪৭ কিলোমিটার, কুমিল্লায় ৩১১ কিলোমিটার এবং বরিশালে ৩৩০ কিলোমিটার মহাসড়ক যথাযথ মানে উন্নীত হয়নি। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় প্রধান কার্যক্রম হচ্ছে, হাইওয়ে পুলিশের চিহ্নিত ৫৮টি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানের উন্নয়ন করা হবে। এছাড়া ৫০টি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান উন্নয়ন।

১৪৯ দশমিক ২০ কিলোমিটার মারাতত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোর উন্নয়ন। ৪৮ হাজার ৩৩৩টি ট্রাফিক সাইন, ৪৯০টি বিশেষ সাইন, ছয় লাখ ৩১ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার রোড মার্কিং করা হবে। এছাড়া ৬৮ দশমিক ৭৫ সার্ফেসিংসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। সূত্র-যুগান্তর

করোনা কাড়ল আরও ৫১ জনের প্রাণ, শনাক্ত ৩০৩৪

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৫১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৫৪৭ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।